দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 1 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাবির ২০৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকার বাজেট

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাবনা

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের জন্য ২০৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকার বাজেট প্রস্তাবনা তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত চিঠি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অর্থ ও হিসাব পরিচালকের দপ্তর থেকে ভিসি বরাবর পাঠানো হয়েছে। এই খসড়া বাজেট ফাইনান্স কমিটি ও সিন্ডিকেটে সংযোজন হয়ে সিনেট অধিবেশনে অনুমোদন করা হবে। অধিবেশনে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটও পেশ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ মে ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের চিঠি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অর্থ ও হিসাব পরিচালকের দপ্তর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীকে পাঠানো হয়। কোষাধ্যক্ষের হাত হয়ে গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক দপ্তরে ইউজিসির বাজেট প্রস্তাবনা পাঠানো হয়। চলতি বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের জন্য ২৮০ কোটি টাকা চেয়ে ইউজিসিকে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে ২০৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকার খসড়া বাজেট অনুমোদন করেছে।

ইউজিসি প্রস্তাবিত বাজেটের সিংহভাগ থাকছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে। এই খাতে মোট বাজেটের মধ্যে ১৮৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা। যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ধরা হয়েছিল ১৪৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা। শিক্ষা সহায়ক আনুষাঙ্গিক খাতে বরাবরের মতো এবারও বাজেটে ন্যূনতম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২০ কোটি টাকা। এছাড়া সাধারণ আনুষাঙ্গিক যেমন-বিভাগ, হল, ইনস্টিটিউটের ব্যয় এবং মেরামত, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ২৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। তবে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে নিজস্ব আয় বাবদ ২৬ কোটি ৩০ লাখ টাকা মূল বাজেট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বাজেট সংক্রান্ত দেয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১০-১১ অর্থবছরের মূল বাজেট বরাদ্দের বাইরে কোন পদে জনবল নিয়োগ করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কমিশন অনুমোদিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। বাজেট বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ বা পদোন্নতি দেয়ার কারণে ঘাটতি সৃষ্টি হলে এর দায়-দায়িত্ব কমিশন বহন করবে না। এছাড়া বেতন বাবদ সহায়তা, পেনশন মঞ্জুরি, মূলধন ও অন্যান্য মঞ্জুরি খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক আশরাফ উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, ইউজিসির বাজেট প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। সেই আলোকে বাজেট তৈরি করা হবে। এই প্রস্তাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনান্স কমিটি, সিন্ডিকেট ও সিনেটে পাস করতে হবে।